AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date: 16.10.2024 **Time: 7.35 A.M**

<u>বিশেষ বিশেষ খবরঃ–</u>

১) আর জি করে তরুণী পিজিটি চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানিতে রাজ্যে একাধিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কাজে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

২) দুর্গাপুজোর কার্নিভালের পাশাপাশি নির্যাতিতার ন্যায় বিচারের দাবিতে দ্রোহ কার্নিভালের ব্যাপারে হাইকোর্টের নির্দেশ মেলার পর কর্মসূচীতে যোগ দেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ।

#জুনিয়ার চিকিৎসকদের ১০ দফা দাবি নিয়ে বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন ডেকে আলোচনা চেয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

৩) সরকারি হাসপাতালে রোগী রেফার সংক্রান্ত সমস্যার অবসান ঘটাতে রাজ্যে পরীক্ষামূলকভাবে সেন্ট্রাল রেফারাল সিস্টেম চালু হয়েছে।

৪) রাজ্যের ছটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হতে চলেছে আগামী ১৩ ই নভেম্বর।

৫) আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। সৌভাগ্য ও ধন সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে বাংলার ঘরে ঘরে।

আর জি করে তরুণী পিজিটি চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানিতে রাজ্যে একাধিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কাজে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়েছে। গতকাল মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, সিভিক ভলান্টিয়ারদের কোন প্রক্রিয়ায় কারা নিযোগ করে, তা রাজ্যের কাছে জানতে চান। এছাড়াও কত সিভিক ভলান্টিয়ার কোথায় কোথায় কাজ করছেন, কিভাবে তাদের যাচাই বাছাই করা হচ্ছে, সে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী শুনানিতে হলফনামা আকারে রাজ্যকে জানাতে হবে। একইসঙ্গে স্কুল এবং হাসপাতালের মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিরাপত্তার দায়িত্বে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সুপ্রিম কোর্ট।

উল্লেখ্য, গতকাল আদালতে সিবিআই নতুন করে মামলার স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেয়। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এই স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়ে জানান, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় সিবিআই-এর পেশ করা চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত হিসেবে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের নাম রয়েছে। তবে এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত আছে কি না তা তদন্ত সাপেক্ষ।

একইসঙ্গে রাজ্যের তরফেও সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দেওয়া হয়। আর জি কর হাসপাতালে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে। যদিও নিরাপত্তা সহ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধে রাজ্য সরকারের বক্তব্য মানতে নারাজ চিকিৎসকদের সংগঠন।

দীপাবলির পর চৌঠা নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ঐদিন ফের সিবিআইকে নতুন করে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ওপর তাদের ভরসা আছে বলে নির্যাতিতার মা-বাবা মন্তব্য করেছেন। গতকাল সাংবাদিকদের নির্যাতিতার মা বলেন, দেরিতে হলেও তার মেয়ের বিচার হবে বলে আশা। তবে তথ্য প্রমাণ লোপাটে পুলিশ যে ভূমিকা পালন করেছে. তা নিয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন তিনি। সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকেও স্বাগত জানান।

বাইট মা

সিভিক পুলিশের ব্যাপারে সিপিআইএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন,

বাইট সুজন

এসইউসিআই গতকাল সুপ্রিম কোর্টের শুনানির পর জনগণ চরম হতাশ হয়েছে বলে মত ব্যক্ত করেছে। সিবিআইয়ের চার্জশিটে সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম এবং তাকে ঘিরেই সম্পূর্ণ শুনানি হওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট প্রকারান্তরে রাজ্য সরকারের বক্তব্যকে শিলমহর দিচ্ছে বলে দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ জানান।

নির্যাতিতার ন্যায় বিচার এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ১০ দফা দাবি নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশন আন্দোলনের আবহেই রেডরোডে গতকাল দুর্গাপুজোর কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয়। বহু মানুষের সমাবেশে এবং শতাধিক দুর্গা প্রতিমার শোভাযাত্রায় নাচে-গানে মুখরিত হয়ে ওঠে পরিবেশ। অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি বহু বিদেশী অতিথিদের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সহ সাংসদ-বিধায়কদের উপস্থিতিতে

নামী দুর্গা মন্ডপগুলির পক্ষ থেকে শোভাযাত্রার পাশাপাশি পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাচের তালে পা মেলাতে, একতারা বাজিয়ে কিংবা ফুটবল হাতে মেতে উঠতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে।

এদিকে, এই কার্নিভাল থেকে ঢিল ছোঁড়া দুরত্বে আর জি করের নির্যাতিতার ন্যায়বিচারের দাবিতে সিনিয়র ডাক্তারদের দ্রোহ কার্নিভাল এবং জুনিয়র চিকিৎসকদের মানব বন্ধন কর্মসূচিকে ঘিরে অন্যরকম উন্মাদনার ছবি ফুটে ওঠে। রানি রাসমনি অ্যাভিনিউতে প্রতিবাদে সামিল হন আট থেকে আশি নানা বয়সের সহস্রাধিক মানুষ। মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে, কালো বেলুন উড়িয়ে কখনও স্লোগান, কখনও নাচে গানে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে ওই চত্বর। দুপুরেই এই দ্রোহ কার্নিভাল আয়োজনের জন্য হাইকোর্ট থেকে ছাড়পত্র মেলে। অসংখ্য সাধারণ মানুষের পাশাপাশি যোগ দেন নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজন। সন্ধ্যা গড়াতেই ভিড় আরও বাড়তে থাকে।

অন্যদিকে, মানব বন্ধন চলাকালীন জনস্রোতের মধ্যে কয়েকটি গাড়ি ঢুকে পড়লে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে। ডি সি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান প্রতিবাদীরা। দেওয়া হয় গো ব্যাক স্লোগান। স্তব্ধ হয়ে যায় শহরের বেশ কিছু রাস্তা। রাত ৯ টা নাগাদ ধর্মতলার ধর্ণা মঞ্চে এক মহিলার সঙ্গে শ্লীলতাহানির অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন বিক্ষোভকারীরাই।

উল্লেখ্য, ১০ দফা দাবিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশন কর্মসূচীর একাদশতম দিন পেরিয়ে গেছে। প্রায় ২২২ ঘন্টা অনশনের পর উত্তরবঙ্গ হাসপাতালের এক জুনিয়ার ডাক্তার শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

অন্যদিকে, ধর্মতলার অনশন মঞ্চে গতকাল আরও দুই চিকিৎসক রুমেলিকা কুমার ও স্পন্দন চৌধুরী আন্দোলনে যোগ দেন।

রেডরোডের পুজো কার্নিভালে প্রতিকী অনশনকারী লেখা ব্যাজ লাগিয়ে কাজে যোগ দেওয়ায় কলকাতা পুরসভার এক চিকিৎসককে আটক করে পুলিশ। অনুষ্ঠান চলাকালীন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা চোট আঘাত লাগলে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করার জন্য মোতায়েন ছিল কলকাতা পুরসভার মেডিকেল টিম। সেই দলেই ছিলেন চিকিৎসক তপব্রত রায়। শার্টে লাগানো ব্যাজ দেখে তাকে আটক করে ময়দান থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবশ্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হলে সেখান থেকেই তিনি ধর্মতলায় অনশন মঞ্চে যান।

এদিকে, আন্দোলনকারী জুনিয়ার চিকিৎসকরা তপব্রতর পাশে দাঁড়িয়েছেন। জুনিয়ার চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দ বলেন, আন্দোলনের মাধ্যমেই তারা তাদের দাবির জন্য লড়াই চালিয়ে যাবেন।

বাইট কিঞ্জল

জুনিয়ার চিকিৎসকদের ১০ দফা দাবি নিয়ে বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন ডেকে আলোচনা চেয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গতকাল কলেজস্ট্রীট থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত আয়োজিত এক মিছিলে যোগ দিয়ে তিনি অবিলম্বে জুনিয়র ডাক্তারদের ১০ দফা দাবি পূরণের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। দলীয় পতাকা ছাড়াই এই মিছিল হলেও বিজেপি চিকিৎসকদের পাশে রয়েছে বলে জানান শ্রী অধিকারী।

বাইট শুভেন্দু

সরকারি হাসপাতালে রোগী রেফার সংক্রান্ত সমস্যার অবসান ঘটাতে রাজ্যে পরীক্ষামূলকভাবে সেন্ট্রাল রেফারাল সিস্টেম চালু হয়েছে। সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে গতকাল এক রোগীকে কেন্দ্রীয় রেফার পদ্ধতির মাধ্যমে এম আর বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। স্বাস্থ্য দফতরের পোর্টালের মাধ্যমে বাঙুর হাসপাতালে শয্যা আছে কিনা, তা দেখে নিয়ে ঐ রোগীর নাম নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে টাইপ-এ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে রোগী রেফার করা যাবে। পাঠানো যাবে টাইপ বি হাসপাতালেও। তবে যে হাসপাতালে প্রথমে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হবে, সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করে প্রয়োজন বুঝে রেফার করতে হবে। অনলাইনে রেফারের বার্তা পৌঁছে যাবে অন্য হাসপাতালে। বার্তা গ্রহণের উত্তর ৩০ মিনিটের মধ্যে না আসলে, তা গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। রেফার সংক্রান্ত নির্দেশ বাতিল করা হলে, জানাতে হবে তার উপযুক্ত কারণ।

জানা গিয়েছে, আগামী নভেম্বর থেকেই রাজ্য জুড়ে কেন্দ্রীয় ভাবে রোগী রেফার করার এই ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, অনশন আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের ১০ দফা দাবির মধ্যে সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম চালু করার দাবি অন্যতম। তবে আন্দোলনকারী জুনিয়ার চিকিৎসক দেবাশিস হালদার জানিছেন, শুধু শয্যা ফাঁকা আছে কিনা, তা জানলেই চলবেনা। সংশ্লিষ্ট হাসাপতালে রোগীর নির্দিষ্ট চিকিৎসার পরিকাঠামো আছে কিনা, তা নিশ্চিত করে রেফার করতে হবে।

রাজ্যের ছটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হতে চলেছে আগামী ১৩ ই নভেম্বর। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সিতাই, নৈহাটি, হাড়োয়া, মেদিনীপুর, তালরাংরা ও মাদারিহাট, এই ৬ আসনে ১৮ই অক্টোবর

আগামী শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। ঐদিন থেকেই শুরু হবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ। ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত তা জমা দেওয়া যাবে। ২৮শে অক্টোবর সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন ৩০ শে অক্টোবর। গণনা ২৩ শে নভেম্বর।

উল্লেখ্য, এই ৬ টি আসনের বিধায়করা গত লোকসভা ভোটে জিতে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। তার ৬ মাসের মধ্যে উপনির্বাচন হওয়াটাই নিয়ম।

এদিকে, সাংসদ শূন্য হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা না করায় তৃণমূল কংগ্রেস তার সমালোচনা করেছে। দলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন এক বার্তায় জানান, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের আঁতাতারে ফলেই বসিরহাট কেন্দ্রে ভোট নিয়ে পিটিশন দায়ের হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঐ আসনে ভোটের ফলকে চ্যালেঞ্জ করে পরাজিত বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র কলকাতা হাইকোর্টে নির্বাচনী পিটিশন দায়ের করেন। এর প্রেক্ষিতে আসনটির সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষকে নোটিশ জারি করা হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানার নারায়ণগঞ্জ এলাকায় বেহাল বাঁধ মেরামতির সময় ভয়াবহ ধসে নদীতে তলিয়ে গেল চালক সহ বুলডোজার। চালক কোনক্রমে উদ্ধার হলেও বুলডোজারটির কোন খোঁজ নেই। গতকাল বিকেলে জোয়ারের সময় এই ঘটনাটি ঘটে । এই এলাকার হাতানিয়া- দোয়ানিয়া নদীর মাটি বাঁধ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। একাধিক এলাকা ধস নিয়ে তলিয়ে গিয়েছে নদীতে। সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে নদী বাঁধ মেরামতির কাজ চলছিল। এদিন বিকেলে কাজ চলাকালীন ধস নিয়ে একশ মিটারের

বেশী এলাকা নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে উৎসবের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। কারণ আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। পূর্ণিমার কটালে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে ধস এলাকা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যেতে পারে।

---------- ----------